নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং-নিকস/পল্লী-১/১(১০)/ইউপিনি-পরিঃ/২০১১/২৯৬ তারিখ ঃ ২৪ মে ২০১১

প্রেরক ঃ **মোঃ আবদুল বাতেন**
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ **১। জেলা প্রশাসক, ----------(সংশ্লিষ্ট)**
২। জেলা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৫। রিটার্নিং অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)

পরিপত্র-৬

বিষয় ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ২০১১ ঃ ২য় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী এবং তাহাদের কর্মী ও সমর্থকগণের আচরণ বিধি অনুসরণ প্রসংগে

মহোদয়,

আমি নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছি যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনের জন্য যেহেতু ইতিমধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হইয়াছে সেহেতু সকল প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলে যেন আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে। ইতিমধ্যে পকেট আচরণ বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি আপনার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত আচরণ বিধিমালা আপনি প্রত্যেক প্রার্থীকে সরবরাহ করিবেন এবং আচরণ বিধি যথাযথভাবে মানিয়া চলার জন্য তাঁহাদেরকে নির্দেশ দিবেন। আচরণ বিধি প্রতিপালনের কতিপয় বিশেষ দিক নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ-

০২। **নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর তারিখ** ঃ নির্বাচন পূর্ব সময়ে অর্থাৎ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রার্থীকে ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে। ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪ অনুসারে **ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের ২১(একুশ) দিন পূর্বে কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করিতে পারিবেন না**। বিষয়টি সম্পর্কে সকল প্রার্থীকে অবহিত ও সচেতন করিতে হইবে।

০৩। **মাইকের ব্যবহার** ঃ অতীতে দেখা গিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ সকাল হইতে অধিক রাত অবধি মাইক ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই সংগে পথসভার জন্য ০১টি এবং নির্বাচনী প্রচারণায় ০১টির অধিক মাইক ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রার্থীদের জানাইয়া দিতে হইবে যে, দুপুর ০২ টার পূর্বে এবং রাত ০৯ টার পরে মাইক

ব্যবহার করা যাইবে না। একজন প্রার্থী একই সংগে পথসভার জন্য ০১টি এবং নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ০১টির অধিক মাইক ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তবে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এ সুযোগ পাইবেন। সদস্য পদের প্রার্থীদেরকে মাইকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

০৪। **ব্যানার, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি ব্যবহার** ঃ পোস্টার ২৩´´X ১৮´´ সাদা কালো হইতে হইবে যাহাতে মুদ্রনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রনের তারিখ থাকিতে হইবে। ব্যানার, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি কোন স্থানে আঠা দ্বারা লাগাইয়া বা অন্য কোনভাবে সাঁটাইয়া দেওয়া যাইবে না। তবে ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ইত্যাদি রশি দ্বারা বা অন্য কোনভাবে ঝুলানো বা টাঙ্গানো যাইবে। এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রার্থীগণ বা তাহাদের পক্ষে কাপড়ের তৈরী বা অন্য কোন ব্যানার টাঙ্গানো যাইবে।

০৫। **রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীক ব্যবহার না করা** ঃ নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কাহারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

০৬। **সরকারী যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ** ঃ আচরণ বিধিমালার ৬ (১৩) বিধি অনুসারে কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কেহ সরকারী যানবাহন, প্রচারযন্ত্র বা অন্য কোন সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করা এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ২য় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র বা অন্য কেহ কর্তৃক কোন সরকারী যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না। বর্তমানে অনুষ্ঠেয় ২য় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়রগণ যেন সরকারী যানবাহন ব্যবহার করিতে না পারেন তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

০৭। **মিছিল বা শো-ডাউন নিষিদ্ধ** ঃ মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না। প্রার্থী ৫ জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না। নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

০৮। **সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ** ঃ কোন প্রার্থী জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না। তবে পথসভা বা ঘরোয়া সভা করিতে পারিবেন। পথসভা বা ঘরোয়া সভা করিবার পূর্বে স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করিতে হইবে।

০৯। **টেলিভিশনে প্রচার** ঃ প্রার্থীগণ টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারণা চালাইতে পারিবেন।

১০। **পথ সভা ও ঘরোয়া সভা** ঃ প্রার্থীগণ ঘরোয়া সভা বা পথসভা করিতে পারিবেন। কোন জনসভা করিতে পারিবেন না। ঘরোয়া সভার ক্ষেত্রে উঠান বৈঠক অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১। **বাড়ী বাড়ী প্রচার** ঃ প্রার্থীগণ ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রচারণা চালাইতে বা গণ-সংযোগ করিতে পারিবেন।

১২। **নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস** ঃ কোন প্রার্থী বা তাহার পদে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না। উক্ত ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৩। **নির্বাচনী প্রচার কার্যে যানবাহন ব্যবহার** ঃ নির্বাচনী প্রচার কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট কোন গাড়ী/যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৪। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ঃ কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না বা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;
(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;
(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না; এবং
(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

১৫। **আচরণ বিধি ভঙ্গের শাস্তি** ঃ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি আচরণ বিধি ভংগ করিলে ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হইবে।

১৬। **নির্বাচনী আচরণ বিধি ভংগ করিলে করণীয়** ঃ কোন প্রার্থী নির্বাচনী আচরণ বিধি ভংগ করিয়া নির্বাচনী প্রচারণা করিলে বা আচরণ বিধি ভংগ করিলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে মোবাইল কোর্ট আইনের অধীন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড দিতে পারিবেন। ম্যাজিস্টেট নিয়োগের পূর্বে আচরণ বিধি ভংগ করিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা রিটার্নিং অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসার বা সংক্ষুব্ধ প্রার্থী সংশ্লিষ্ট আদালতে নিয়মিত মামলা করিবেন।

১৭। **আচরণ বিধি ভংগ করিলে বা অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধের দন্ড** ঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৮৩ ও ৮৪ এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি। কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কেহ যে কোন পন্থায় আচরণ বিধির কোন বিধান ভংগ করিলে উক্ত বিধি ৮৪ অনুসারে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্তরূপ বিধি বহির্ভূত প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র স্ব-উদ্যোগে ভাংগিয়া ফেলিতে বা সরাইয়া ফেলিতে বা অপসারন করিতে পারিবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে উল্লিখিত দ্রব্যাদি অপসারন বা সরাইয়া ফেলিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্টদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন। ব্যবহৃত মালামাল জব্দ করিতে পারিবেন। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ন্যায় অন্য ব্যক্তি বা কর্মকর্তাগণও অনুরূপ কাজ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

১৮। **নির্বাচন আচরণ বিধি ভঙ্গ বা নিবাচনী অপরাধ সংঘটনের প্রেক্ষিতে মামলা** ঃ ম্যাজিস্টেট নিয়োগের পূর্বে উপজেলা নির্বাচন অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার বা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা অন্য ব্যক্তিগণ নিয়মিত মামলা করিবেন। নির্বাহী ম্যাজিস্টেট নিয়োগের পর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট আইনের অধীন তাৎক্ষণিক বিচার (Summary Triel) করিবেন।

১৯। **<u>প্রার্থীদের অবহিতকরণ</u>** ঃ উপরোক্ত বিধানাবলী ও নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। প্রয়োজনে আপনি প্রার্থীদেরকে বৈঠকে আহ্বান জানাইয়া বা অন্য কোনভাবে আচরণ বিধিমালার বিধি বিধানসমূহ এবং শাস্তির বিধানসমূহ অবহিত করিবেন।

২০। **<u>প্রাপ্তি স্বীকার</u>** ঃ এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

২৪।৫।১১

(মোঃ আব্দুল বাতেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮১২ ৩৬ ৫৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৩. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বংগভবন, ঢাকা

৪. সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়/ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা

৬. মহা-পরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা

৭. মহা-পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা

৮. বিভাগীয় কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)

৯. উপ মহা পুলিশ পরিদর্শক, ...(সংশ্লিষ্ট)

১০. উপ-সচিব (নির্বাচন/আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১১. উপ-নির্বাচন কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)

১২. পরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট, ঢাকা

১৩. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)

১৪. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারদ্বয় ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা *(মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারদ্বয় ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)*

১৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১৬. জেলা আনসার কমান্ডেন্ট, ...(সংশ্লিষ্ট)

১৭. প্রোগ্রামার, আইটি সেকশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১৮. সহকারী সচিব (পল্লী-২), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট থানা)

২০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা

২৪/৫/১১

(মোঃ আবদুল বাতেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব